Love for the Prophet (s.) in the Poetry and Songs of Poet Kazi Nazrul Islam: An Analysis

Dr. S.M Masum Baki Billah*

ARTICLE INFORMATION

Journal of Dr. Serajul Haque Islamic Research Centre
Issue-29, Vol.-13, June 2024
ISSN:1997 – 857X (Print)
DOI:

Received: 27 March 2024
Received in revised form: 22 June 2024
Accepted: 26 June 2024

ABSTRACT

Hazrat Muhammad Mustafa (PBUH), the Prophet of Islam and the ambassador of liberation for humanity, was the charter of freedom and the embodiment of mercy. Almighty Allah has emphasized love for the Prophet (PBUH) in the Holy Quran. Numerous hadiths also highlight this aspect. Some of the Companions of the Prophet (PBUH), such as Zayd bin Thabit and Ka'b bin Zuhayr, composed poems expressing their love for him. The National Poet of Bangladesh, Kazi Nazrul Islam, demonstrated indescribable love and respect for Hazrat Muhammad Mustafa (PBUH) in his writings. In his songs and poems, he spread the light of the Prophet's love everywhere. Perhaps no other Bengali writer has done so as extensively as he did. Even among the renowned writers of Bengali literature, no one else has composed as many songs about the Prophet (PBUH). Apart from Persian literature, only Nazrul created such beautiful literary works about the Prophet (PBUH) on a global scale. The charming melody of the Prophet's (PBUH) love resonates in many of his compositions, which continue to inspire millions of Muslims today.

ভূমিকা

কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালি জাতির ও বাংলা সাহিত্যের এক মহা সম্পদ। নজরুলের জন্ম বাঙালি মুসলিম সমাজে। মহৎ শিল্পী-সাহিত্যিকদের মতো তিনি মুসলিমগণের জন্য তাঁর জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভেবেছেন। বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম সমাজের জন্য তাঁর কলম ছিল ক্ষুরধার। বাংলা সাহিত্যে কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর আগমন এমন এক সময়ে যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭ মে ১৮৬১, ৭ অগাস্ট ১৯৪১

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। smmasum.ist@du.ac.bd

খ্রি.), মধুসূদন দত্ত (২৫ জানু. ১৮২৪, ২৯ জুন ১৮৭৩ খ্রি.), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১১ ফেব্রু. ১৮৮২, ২৫ জুন ১৯২২ খ্রি.) ও বঙ্কিমচন্দ্র (২৬ জুন ১৮৩৮, ৮ এপ্রিল ১৮৯৪ খ্রি.) প্রমুখ সাহিত্যিকগণের লেখনির জয় জয়কার অবস্থা। বাংলা সাহিত্য ছিল এদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শে সমৃদ্ধ। তখন বাংলা সাহিত্যে তাঁর আগমন ছিল যেন এক নতুন ধুমকেতু। যে সাহিত্যে মুসলিমগণের পদচারণা বলার মতো তেমন কিছুই ছিলো না, তা এ সময়ে তাঁর মাধ্যমে হয়ে উঠে রাসুল (সা.) প্রেমের ভাবধারায় উজ্জীবিত। আর এ জন্যই তিনি নিজের বিনীত পরিচয়ে 'খাদেমুল ইসলাম নজরুল ইসলাম' লিখতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এই গবেষণায় আমি তাঁকে রাসুল (সা.)-এর প্রেমে এমন এক মহান সাধক ও চিরবিভোর অবস্থায় পেয়েছি, যেন তিনি তাঁর সবকিছু নবি প্রেমে সপে দিয়েছেন আর নিজেকে রাসুল (সা.)-এর একজন বাধ্য শিষ্য রূপে আত্মপ্রকাশ করাতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

সাহিত্য পর্যালোচনা

আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় শেখ সাদীর (১২০৯-১২৯১ খ্রি.) *গুলিস্তাঁ বুস্তাঁ*, জালালুদ্দিন রুমির (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) *মসনবি*, আল্লামা বুসিরি (১২১৩-১২৯০ খ্রি.) (রহ.)-এর *কাসিদাহ-এ-বুরদাহ*[১], *কাসীদায়ে নুনিয়্যাহ*, *কাসিদায়ে রায়িয়্যাহ* ও ইমাম আবু হানিফা (৬৯৯-৭৬৭ খি.) (রহ.)-এর *কাসিদাহ-এ-নুমান* ইত্যাদি রাসুল (সা.)-এর প্রেমে লিখিত রচনাবলি নিয়ে পৃথিবীব্যাপি যতোটা গবেষণা হয় আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নবিপ্রেম সম্পর্কিত রচনাগুলো নিয়ে ততোটা গবেষণা হয় নাই। তন্মধ্যে কিছু গ্রন্থ রয়েছে যেমন, আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পাদিত *নজরুল ইসলাম: ইসলামী কবিতা* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২ খ্রি.); নজরুলের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আসাদুল হক এর *ইসলামী ঐতিহ্যে নজরুল-সঙ্গীত* (ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রথম প্রকাশ জানু. ২০০০ খ্রি.); *নজরুলের ইসলামি কবিতা* (ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, আইএসবিএন ৮৭৮৯৮৪৫৫৫০৫৩৬); ড. লীনা তাপসী খান এর *কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত ভাবনা* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, আইএসবিএন ৯৭৮৯৮৪০৪২৯৯৯৮) ইত্যাদি।

উপরিউক্ত গ্রন্থসমূহে ইসলামের সামগ্রিক বিষয় যেমন, নামায, রোযা, চাঁদ, ঈদ, মসজিদ, কাবা, মক্কা, আরশ, কুরসি, তাওহিদ, রিসালাত, শবে কদর, শবে বরাত, মিরাজ, সাহাবিগণের জীবনাদর্শ, মুহররম, কুরআনের অনুবাদ ও বিচার দিবস ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে তিনি যে কবিতা ও গান রচনা করে গেছেন সে সবের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ এসেছে। কিন্তু এককভাবে শুধু রাসুল (সা.)-এর প্রেমে তাঁর লেখনির গবেষণা বিশ্লেষণ খুব একটা হয় নি। এই প্রবন্ধে প্রাসংগিক বিষয়ে তথ্যাদির মাধ্যমে কবির লেখনিতে শুধু রাসুল প্রেমকে বিশেষভাবে গবেষণা করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি (Qualititive) গুণগত রীতির (Analytical Method) বিশ্লেষণাত্বক পদ্ধতিতে রচিত হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের রচিত *মরু-ভাস্কর*, *কাব্যে আমপারা*, *বুলবুল*, *সন্ধ্যা*, *নজরুল গীতিকা* এবং নজরুল

ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত *নজরুল সঙ্গীত-সংগ্রহ* গ্রন্থ থেকে কবির গানের শ্লোক সরাসরি ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি পবিত্র কুরআন থেকে যেসব আয়াতের সাথে কবির গানের সামঞ্জস্য রয়েছে তা উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দেশি-বিদেশি বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থ, প্রবন্ধ, সাময়িকী, পত্র-পত্রিকা অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর তত্ত্ব, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। উদ্ধৃতি ও তথ্যসুত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে CS রীতি বা 'শিকাগো পদ্ধতি' এর অনুসরণ করা হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলাম এর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বাংলাদেশের জাতীয় কবি ২৪ মে ১৮৯৯ তারিখে ব্রিটিশ ভারত (বর্তমানে পশ্চিম বর্ধমান জেলা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত)-এর চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৯ আগস্ট ১৯৭৬ খ্রি. ৭৭ বছর বয়সে ঢাকায় ইনতিকাল করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় মসজিদের পাশে তাঁর সমাধিসৌধ অবস্থিত। তাঁর পিতা কাজী ফকির আহমদ ও মাতা জাহেদা খাতুন এবং দাম্পত্য সঙ্গী ছিলেন আশালতা সেনগুপ্ত (প্রমিলা) ও নার্গিস আসার খানম। তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম হচ্ছে, চল্ চল্ চল্, বিদ্রোহী, নজরুল গীতি, অগ্নিবীণা, বাঁধনহারা, ধূমকেতু, বিষের বাঁশি ও নানা ধরনের গজল ইত্যাদি। তিনি পুরস্কার পেয়েছিলেন যথাক্রমে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯৪৫ খ্রি.), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৭৭ খ্রি.), একুশে পদক (১৯৭৬ খ্রি.) ও পদ্মভূষণ (১৯৬০ খ্রি.)। কাজী নজরুল ইসলামকে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা দেয়া হয়। তাঁর রচিত "চল্ চল্ চল্, ঊর্ধগগনে বাজে মাদল" বাংলাদেশের রণসঙ্গীত হিসেবে গৃহীত। বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতিতে তাঁর বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৭৪ সালে ৯ ডিসেম্বর তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবর্তনে তাকে এই উপাধি প্রদান করা হয়। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সরকার কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করে।

কবিকে স্মরণ করে রাখতে বাংলাদেশ ও ভারতে তাঁর নামে নজরুল ইন্সটিটিউট, নজরুল একাডেমি, বুলবুল ললিতকলা একাডেমি বাংলাদেশ, নজরুল সেনাকাজী, নজরুল ইসলাম বিমান বন্দর, কবি নজরুল মেট্রো স্টেশন, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাজী নজরুল ইসলাম সরণি, নজরুল চত্বর, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, কবি নজরুল ইসলাম সরকারি কলেজ ইত্যাদির নামকরণ করা হয়। রাসুল প্রেম নিয়ে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তাঁর লেখনি *মরুভাস্কর* (১৯৫০ খ্রি.), যা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী নিয়ে চারটি সর্গে কাব্যগ্রন্থ। এছাড়াও আরো যেসব গ্রন্থে রাসুল বিষয়ক তাঁর রচনা পাওয়া যায় তা হচ্ছে, *বুলবুল* (১৯২৮ খ্রি.), *সন্ধ্যা* (১৯২৯ খ্রি.), *চোখের চাতক* (১৯২৯ খ্রি.), *নজরুল গীতিকা* (১৯৩০ খ্রি.), *নজরুল স্বরলিপি* (১৯৩১ খ্রি.), *চন্দ্রবিন্দু* (১৯৩১ খ্রি.), *সুরসাকী* (১৯৩২ খ্রি.), *বনগীতি* (১৯৩১ খ্রি.), *জুলফিকার* (১৯৩১ খ্রি.), *গুল বাগিচা* (১৯৩৩ খ্রি.), *গীতি শতদল* (১৯৩৪ খ্রি.), *সুর মুকুর* (১৯৩৪ খ্রি.), *গানের মালা* (১৯৩৪ খ্রি.), *স্বরলিপি* (১৯৪৯ খ্রি.), *বুলবুল দ্বিতীয় ভাগ* (১৯৫২ খ্রি.) ও *রাঙ্গা জবা* (১৯৬৬ খ্রি.) ইত্যাদি।[২]

কুরআন ও হাদিসে রাসুল প্রেম

আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাঁর হাবিবের মর্যাদা বর্ণনা করে বলেন, "আর আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি।"[৩] রাসুল পাক (সা.)-এর প্রতি অপরিসীম মুহাব্বত এবং তিনি যে মুমিনগণের একান্ত আপন ও কাছের সেটি বুঝাতে আল্লাহ বলেন, النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ অর্থ "নবি মুমিনগণের নিকট তাদের নিজেদের (প্রাণ) অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ।"[৪] আল্লাহ আরো বলেন,

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

"বলুন হে রাসুল! আপনি বলে দিন, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ করো আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।"[৫] হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুল (সা.) বলেন,

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِه وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

"তোমাদের মধ্যে থেকে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে ও সমস্ত মানুষ থেকে অধিক প্রিয় না হবো।"[৬] রাসুল (সা.) আরো বলেন, أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ "তোমাদেরকে নিয়ামত দেয়ার কারণে তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসো। আর আমাকে ভালবাসো মহান আল্লাহকে ভালোবাসার কারণে।"[৭]

যুগে যুগে কবিতা ও গানে নবি প্রেম

রাসুল প্রশস্তির সূচনা দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মাধ্যমে শুরু হয়। দৌহিত্রের জন্মক্ষণকে আলোর সাথে তুলনা করে তিনি যে কবিতা আবৃত্তি করেন, وانت لما ولدت أشرقت – الارض وضاءت بنورك الأفق[৮] অর্থ : "হে স্নেহাস্পদ দৌহিত্র! তোমার জন্মক্ষণে পৃথিবী আলোকিত হয়েছে এবং তোমার আলোয় দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়েছে।"[৯] প্রিয় নবি (সা.)-এর ওফাতের পর ফাতিমা (রা.) পিতার রওজার নিকট যান এবং রওজা থেকে এক মুঠো মাটি উঠিয়ে অশ্রু বিগলিত দু'চোখের উপর বুলিয়ে নিম্নের ক্বাসিদা বলতে থাকেন,

مَاذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تَرْبَةَ اَحْمَدُ ألا يشمَّ مدى الزمان غواليا

صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائب لو أنها صبت على الأيام عدن ليا ليا!

"যে ব্যক্তি আহমদের রওজার মাটির ঘ্রাণ নেয়, সারাজীবন সে যেন আর কোনো সুগন্ধির ঘ্রাণ না নেয়। আমার প্রতি যে বিপদ আপতিত হয়েছে যদি তা হতো দিনের উপর তাহলে তা রাতে পরিণত হতো।"[১০]

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত যে, হযরত নবি করিম (সা.) মদিনা মুনাওয়ারায় পথ চলা অবস্থায় বনি নাজ্জার গোত্রের ছোটো ছোটো বালিকা দফ বাজিয়ে ক্বাসিদা গাইলেন।

نَحْنُ جَوَارٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارَ * يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِنْ جَارِ

"আমরা বনি নাজ্জারের কিশোরী। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) আমাদের কতইনা উত্তম প্রতিবেশী।"[১১]

সাহাবি কবি হাসসান বিন সাবিত (৫৫৪ - ৬৭৪ খ্রি.) (রা.) ছিলেন 'শায়িরুর রাসুল' অর্থাৎ রাসুল (সা.)-এর সভা কবি। তিনি গেয়েছেন,

واحسَنْت مِنْكَ لَمْ ترقَطُّ عَيْنِي * وَاجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تِلْكَ تَلِدِ النِّسَاءَ

خُلِقْتَ مُبَرَّ أً مِنْ كُلِّ عَيْنٍ *كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ[১২]

"ইয়া রাসুলাল্লাহ (সা.)! আমার চোখ আপনার মত সুন্দর ও সুশ্রী আর কাউকে দেখেনি। আপনার মতো সুন্দর ও সুশ্রী কোনো জননী প্রসবও করেনি। আপনাকে তো সকল দোষ থেকে পবিত্র করে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেন আপনাকে এমনই সৃষ্টি করা হয়েছে, ঠিক আপনি নিজেই যেমন কামনা করেছিলেন।"

হযরত কাব ইব্ন যুহায়র (ওফাত ৬৪৭ খ্রি.) (রা.) ইসলাম গ্রহণ করে মহানবি (সা.)-এর দরবারে কবিতা বললে মহানবি এতই সন্তুষ্ট হলেন যে, তাঁকে আপন চাদর মুবারক পরিয়ে দিলেন।[১৩] *ক্বাসিদায়ে গাউসিয়ায়* আব্দুল কাদির জিলানি (রহ.) বলেন,

نَبِيُّ هَاشِمِيُّ مَكِّى حِجَازِي – هُوَ جَدِّى بِهِ نِلْتُ الْمَوَالِي[১৪]

"হাশিমি হিজাযি মাক্কি, মহানবি নানাজী আমার। লাভ করেছি আমি সবকিছু বদৌলতে তাঁর।" মহানবি (সা.) মদিনায় হিজরত করে গেলে মদিনাবাসিরা বিভিন্ন কবিতা পড়ে তাঁর আগমন উদযাপন করেছিলেন। যেমন,

وجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا * مَا دَعَا لِلَّهِ دَاع– طلعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا * مِنْ ثَنِيَاتِ الْوِدَاعِ [১৫]

"সানিয়াতুল বিদা পর্বতমালা হতে আমাদের উপর পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে। যতদিন আল্লাহর বান্দারা আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকবে, ততদিন নবি করিম (সা.)-এর আগমনের শুকরিয়া আদায় করা আমাদের উপর কর্তব্য হয়ে গেলো।" ইমাম শরফুদ্দীন আল বুসিরী (রহ.) নবি করিম (সা.)-এর শানে *কাসিদায়ে বুরদা* রচনা করেন। যার মধ্যে ১০টি অধ্যায় ও ১৬৫টি শ্লোক রয়েছে। যেমন,

مَوْلايَ صَلِّ وَسَلَّمْ دَائمًا أَبَدٌ عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ – مُحَمَّدُ سِيِّدُ الْكَوْنِيْنِ وَالثقلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عَرْبٍ وَمِنْ عَجَمِ[১৬]

"হে আল্লাহ সব সময় আপনার হাবিব (সা.)-এর উপর দরুদ এবং শান্তি প্রেরণ করুন, যিনি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সেরা। মুহাম্মদ (সা.) তিনি দু'জগতের (ইহকাল ও পরকাল) এবং মানুষ ও জীন জাতির নেতা। তিনি আরব ও অনারবের নেতা।" পারস্যের শ্রেষ্ঠ কবি আল্লামা শেখ সাদী (রহ.) বলেন,

بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَا جَمَالِهِ – حَسَنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَالِهِ[১৭]

"সাধনায় যিনি সুউচ্চ মর্যাদায় পূর্ণতায় পৌঁছেছেন, যাঁর সৌন্দর্যে বিতাড়িত হয়েছে সমস্ত আঁধার, সব সচ্চরিত্রের সম্মিলন ঘটেছে যাঁর মাঝে, আসুন দুরুদ ও সালাম জানাই তাঁর ও তাঁর বংশধরগণের মাঝে।" প্রিয় নবির শান ও মান ও প্রশংসায় রচিত *ক্বাসিদায়ে নুমান* এর একটি পংক্তি হলো,

وَاللَّهِ يَا يَسِينُ مِثْلُكَ لَمْ يَكُنْ – فِي الْعَالَمِينَ وَحَقَّ مَنْ أَنْبَاكَ[১৮]

"আল্লাহর কসম! হে ইয়াসীন, তুলনাবিহীন তুমি হে রাসুল। সৃষ্টির মাঝে নাই তোমার তুলনা, মর্যাদা তোমার সর্বোচ্চ।" রাসুল (সা.)-এর প্রশংসায় যারা কবিতা, গান রচনা করেছেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন, আল কুমায়ত বিন যায়দ (৬৮০ - ৭৪৩ খ্রি.), আশ শরীফ আর রিদা (৯৭০ - ১০১৫ খ্রি.), আবুল আতাহিয়া (৭৪৮ - ৮২৬ খ্রি.), মুহাম্মদ বিন আল মুস্তাব্বির (ওফাত ৮২১ খি.), ইবন নুবাতা আল মিসরী (৬৮৬ - ৭৬৮ খ্রি.), তাকিউদ্দিন ইবন হিজ্জাহ আল হামাভি (১৩৬৬ - ১৪৩৪ খ্রি.) কাব্যগ্রন্থ- *আস সামারাত আশ শাহিয়্যাহ ফিল ফাওয়াকিহ আল হামাভিয়্যাহ ওয়া যাওয়াইদ আল মিসরিয়্যাহ*, সিরিয়ার বাহাউদ্দিন আল বাউনি (১৪৫৩ - ১৫১০ খ্রি.), সায়্যিদ আল আদ দারবিশ (১৮৮২ - ১৯৫২ খ্রি.) কাব্যগ্রন্থ- *আল আশআরু বিহামিদিল আসআর*, আস- সা'আত (১৮২৫ - ১৮৮১ খ্রি.), আহমাদ শাওকি (১৮৬৮ - ১৯৩২ খ্রি.) কাব্যগ্রন্থ- *আল হামযিয়্যাতু আল নাববিয়্যাহ*, মুহাম্মদ সামি আল বারুদি (১৮৩৯ - ১৯০৪ খ্রি.), আহমদ মুহাররম (১৮৭৭ - ১৯৪৫ খ্রি.) কাব্যগ্রন্থ- *দিওয়ান মায আল ইসলাম* প্রমুখ।

বাংলা কাব্যে রাসুল (সা.)-এর প্রশস্তি

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর তার 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্যে রাসুল (সা.)-এর প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "যত ইতি জীব আদি কৈলা ত্রিভুবন, মুহম্মদ হস্তে কৈলা তা সব রতন। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবিকুলে, মুহম্মদ সকল প্রধান আদ্যমূলে।"[১৯] মধ্যযুগের কবি জৈনুদ্দীন ও শাবিরিদ খান রাসুল (সা.) কে নিয়ে *'রসূল বিজয়'* নামে আলাদা পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। সৈয়দ সুলতান লিখেন, "কত দেশ কত ভাষে কোরানের কথা, দ্বিন মহাম্মদী বুঝি দেয়ন্থ ব্যবস্থা।"[২০] দৌলত উজির বাহরাম খান (আনু. ১৬শ শতক) *"লায়লী মজনু"* কাব্যগ্রন্থের শুরুতে লিখেছেন, "প্রণমহুঁ তান সখা মুহাম্মদ নাম, এ তিন ভুবন নাহি যাহার উপমা। আদি-অন্তে মুহাম্মদ পুরুষ অতুল, জলশূন্য না আদি আছিল রাসুল।"[২১]

এছাড়াও মুহাম্মদ খান তার 'মকতুল হোসেন' (রচনাকাল ১৬০০ খ্রি.) কাব্যে, দোনা গাজী (সতের শতকের কবি) তার *'সয়ফুলমূলক ও বদিউজ্জামান'* (প্রকাশকাল ১৯৭১ খ্রি.) কাব্যগ্রন্থে, আবদুল হাকীম (১৬২০ - ১৬৯০ খ্রি.) তার *'ইউসুফ জুলেখা'* ও *'নূরনামা'* কাব্যগ্রন্থে, মহাকবি আলাওল (১৫৯৭ - ১৬৭৩ খ্রি.) তার *'হপ্ত পয়কর'* কাব্যগ্রন্থে, সৈয়দ হামজা (১৭৫৫ - ১৮৫৫ খ্রি.) তার *'হাতেম তাঈ'* পুঁথিতে, ফকির লালন শাহ (১৭৭৪ - ১৭৯১ খ্রি.), পাঞ্জু শাহ (১৮৫১ - ১৯৪১ খ্রি.), মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন খা (১৮৯৪ - ১৯৭২ খ্রি.), শিতলাং শাহ (১৮০০ - ১৮৮৯ খ্রি.) প্রমুখ রাসুল (সা.)-এর প্রশংসামূলক গান ও কবিতা লিখেছেন।

আধুনিক যুগে কবি নজরুলের সমসাময়িক আরেকজন ছিলেন কবি শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩ - ১৯৫৩ খ্রি.)। রাসুল (সা.) কে নিয়ে তার বিখ্যাত কবিতা 'মাহপয়গাম' ১৯২৭ সালে মাসিক মোহাম্মদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[২২] "হজরত মোহাম্মদ (সা.) নামে তাঁর রচিত আরেকটি কবিতা ছিল।[২৩] এছাড়াও কবি গোলাম মোস্তফা *'বিশ্বনবি'* গ্রন্থে, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২ খ্রি.) 'করুণার বার্তা' কবিতায়, কবি আব্দুল কাদির (১৯০৬ - ১৯৮৪ খ্রি.) তার 'জাগে মানুষের নাম' কবিতায়, বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১ - ১৯৯৯ খ্রি.) তার 'ফাতেহায়ে দোয়াজদহম' ও 'আমার রাসুল' কবিতায়, সৈয়দ আলী আহসান (১৯২০ ২০০২ খ্রি.) তার 'নাম" ও 'কাসীদাতুল বুর্দা' কবিতায় রাসুল (সা.) এর প্রশস্তি গেয়েছেন।[২৪]

কবি নজরুলের কবিতায় দরুদ ও সালাম

জাতীয় কবি লিখেন, "উরজ্ য়্যামেন্ নজ্দ হেজাজ্ তাহামা ইরাক শাম। মেসের ওমান্ তিহারান-স্মরি' কাহার বিরাট নাম, পড়ে- "সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম"।[২৫] কবি এখানে ইয়ামেন, নজদ, হিজাজ, ইরাক, ইরান, মিসর, ওমান ও তেহরানসহ বিশ্বব্যাপী রাসুল (সা.)-এর নাম নিয়ে মানুষ কেমন শ্রদ্ধা ও পূর্ণভক্তি সহকারে তাঁর প্রতি দরুদ পড়েন সেটি উল্লেখ করেন। কবি নিজের সালামের কথাও বলেন, "আমার সালাম পৌঁছে দিও নবিজীর রওজায়, হাজিদের ঐ যাত্রা- পথে দাঁড়িয়ে আছি সকাল হতে।"[২৬] কবি দয়াল নবিজী (সা.)-এর উপর বিশ্ববিখ্যাত আরবি শ্লোককে তাঁর গানে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

"কুল মখ্লুক গাহে হজরত বালাগাল উলা বেকামালিহি,
আঁধার ধরায় এলে আফতাব কাশাফাদ্দুজা বেজামালিহি।
রৌশনিতে আজো ধরা মশগুল, তাই তো ওফাতে করি না কবুল
হাসনাতে আজো উজালা জাহান সাল্লু আলায়হি ওয়া আলিহি"[২৭]

সৃষ্টিজগতের মহাপুরুষ কামলিওয়ালা নবির প্রতি কবি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভরে সালাম জানাচ্ছেন। তিনি তাঁকে ভালোবেসে বহু নাম, উপাধি দিয়ে তার লিখনিতে উল্লেখ করেছেন। কবি লিখেন, "লহ সালাম লহ, দ্বীনের বাদশাহ, জয় আখেরি নবি। পীড়িত জনগণে মুক্তি দিতে এলে হে নবিকুলের রবি।"[২৮]

রাসুল (সা.) কে সৃষ্টির প্রাণ সম্বোধন

কবি নজরুল তাঁর কবিতায় রাসুল (সা.) কে সৃষ্টিজগতের দম বা প্রাণ বলে সম্বোধন করেছেন। তাঁর ইনতিকালের পর মক্কা ও মদিনার অধিবাসিদের ফানা অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

"মক্কা ও মদিনায় আজ শোকের অবধি নাই।
যেন রোজ-হাশরের ময়দান, সব উন্মাদ সম ছুটে !
কাঁপে ঘন ঘন কাবা, গেল গেল বুঝি সৃষ্টির দম টুটে "![২৯]

এখানে সৃষ্টির দম বলে নবি (সা.) কে সৃষ্টি জগতের মূল বা প্রাণ বুঝাতে চেয়েছেন।

কাব্যে আল কুরআনের অনুবাদ

কুরআনের শেষাংশ আমপারার দু'টি আয়াতে আল্লাহ পাক বিশেষভাবে রাসুল (সা.)-এর ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। আর নজরুল তার কাব্যিক অনুবাদ করেছেন এভাবে, আয়াত-"(হে নবি) আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি"[৩০] (কাব্যিক অনুবাদ, "করিনি কি মহীয়ান মহিমা-বিথার?"[৩১] আয়াত, "(হে নবি) আপনার পালনকর্তা অতিসত্বর আপনাকে এমন দান করবেন, অতঃপর আপনি তাতে সন্তুষ্ট হবেন।'[৩২] কাব্যিক অনুবাদ, "অচিরাৎ তব প্রভু দানিবেন, (সম্পদ) খুশী হইবে যাতে।"[৩৩]

'খেয়াপারের তরণী' কবিতায় নজরুল এই মহামানবের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রথম প্রদর্শন করেন।[৩৪] এ কবিতায় তিনি বলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) সুদক্ষতম কাণ্ডারী, সুতরাং যাঁরা ইসলাম-তরণীর আরোহী, সমস্যা-সঙ্কুল এই পৃথিবীর তমসাকীর্ণ সময় ততক্ষণ নির্ভয়ে পাড়ি দিতে পারবে যতক্ষণ তারা হযরতের নির্দেশিত পথে চলবে।

মরুভাস্কর কাব্যগ্রন্থে নবি প্রেমের নমুনা

১৯৩০ খ্রি. এর দিকে নজরুল যখন ইসলামি গান লিখতে শুরু করেন, তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর প্রশস্তিমূলক না'ত[৩৫] রচনার সময় বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে নজরুল একটি কাব্যগ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় নজরুল এই কাব্যটি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি।[৩৬] নবি করিম (সা.)-এর জীবনী বর্ণনামূলক এই দীর্ঘ প্রবন্ধ কাব্যের ১৭টি পরিচ্ছেদ কবি সম্পন্ন করেন[৩৭]। নজরুলের আকস্মিক রোগাক্রান্ত এবং নিশ্চল হওয়ার দরুণ "মরু-ভাস্কর" অসমাপ্ত থেকে যায়। মরুভাস্কর গ্রন্থের ভূমিকায় কাজী নজরুল ইসলামের স্ত্রী প্রমীলা বলেন, "বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনী নিয়ে একখানী বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনার কথা তিনি প্রায়ই বলতেন।"[৩৮] কবি এ কাব্যগ্রন্থে প্রিয় নবি (সা.)-এর বাল্যকালের প্রায় পুরো সময়টাকেই সুচারুরূপে কাব্যিক অলংকার দিয়ে বর্ণনা করেছেন। বিশ্বনবি (সা.) শিশু অবস্থায় মা আমিনা ও বাবা আব্দুল্লাহর কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যান। ফেরার সময় পথিমধ্যে মা 'আমিনার' ইন্তিকালের হৃদয় বিদারক কাহিনী কবি তুলে ধরেন এভাবে,

> "কিছু দূর আসি' পথ-মঞ্জিলে আমিনা কয়, বুকে বড় ব্যথা, আহমদ বুঝি হ'ল সময়
> তোরে একলাটি ফেলিয়া যাবার! চাঁদ আমার, কাদিসনে তুই, রহিল যে রহমত খোদার!"[৩৯]

কবি নজরুল রাসুল (সা.)-এর শিশুবেলার দুঃখে দুঃখিত ও ব্যথিত হয়েছেন এবং কবি তার বিভিন্ন কবিতায় এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন। কবির হৃদয়ে ছিল শিশু এতিম নবির প্রতি এক অকৃত্তিম আবেগ আর ভালোবাসা। কবি আরো লিখেন, "সব শোকে দিবে শান্তি যে- শৈশব তাহার, কেন এত শোক-দুঃখময়?"[৪০] অর্থাৎ যিনি এসেছেন পুরো বিশ্বজাহানের সকলের দুঃখ ঘুচাবার তরে আর তিনিই কিনা এত দুঃখ, ব্যাথা নিয়ে শৈশব পার করেছেন। এ যেন সৃষ্টিকর্তার অপার মহিমার লীলা। বন্ধুর সাথে বন্ধুর, হাবিবের সাথে মাহবুবের, প্রেমাস্পদের সাথে প্রেমিকের সম্পর্ক। যা বুঝবার ক্ষমতা হয়তো কেবল চক্ষুষ্মান প্রেমিক বান্দারাই রাখেন।

আরব সূর্য বলে আখ্যায়িত

কাজী নজরুল প্রিয় নবি (সা.) কে আরবের উদিত সূর্য বলে উল্লেখ করে তাঁর গুণগান গেয়েছেন। সূর্য যেমনি করে সমস্ত জগতকে আলো দেয় তেমনি রাসুল (সা.) সমস্ত সৃষ্টি জগতের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে কল্যাণ ও রহমতের এক ঐশী আলো নিয়ে এসেছেন। কবির রচনায় এসেছে,

ক. জেগে ওঠ তুই রে ভোরের পাখী, নিশি প্রভাতের কবি !
লোহিত সাগরে সিনান করিয়া উদিল আরব-রবি।

খ. "নহে আরবের, নহে এশিয়ার, বিশ্বে সে একদিন,
ধূলির ধরার জ্যোতিতে হ'ল গো বেহেশত জ্যোতিহীন!"[৪১]

গ. "উঠেছিল রবি আমাদের নবি, সে মহা-সৌরলোকে,
উমর, একাকী তুমি পেয়েছিলে সে আলো তোমার চোখে!"[৪২]

নজরুলের রচনায় রাসুল (সা.)-এর আগমনী সংবাদ

আরবি ভাষায় একটি প্রবাদ আছে যে, "মান আহাব্বা শাইআন আকছারা জিকরুহু" অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো কিছু ভালবাসে সে সব সময় শুধু ঐ বিষয় নিয়েই কথা বলে। লক্ষণীয় যে কবি নজরুল তাঁর অসংখ্য রচনায় দয়াল নবি (সা.) কে নিয়ে বিভিন্নভাবে প্রশংসায় মেতে উঠেছেন। তাঁর আগমনের কথা বলেছেন, কখনো আবার এতিম বালক নবির করুন কাহিনী বর্ণনা করেছেন, আবার কখনো তাঁর অনুপম চরিত্রের জয়গান গেয়েছেন। কবি যেন মহানবির আগমনে সারা দুনিয়ায় খুশির পয়গাম ছড়িয়ে দিচ্ছেন। কবির ভাষায়,

ক. "আসিছেন হাবিব-এ খোদা আরশ্-পাকে তাই উঠেছে শোর।"[৪৩]

খ. "নূরের দরিয়ায় সিনান করিয়া, কে এলো মক্কায় আমিনার কোলে।
ফাগুন পূর্ণিমা-নিশীথে যেমন, আসমানের কোনে রাঙা চাঁদ দোলে।"[৪৪]

গ. "তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে
মধু পূর্ণিমারি সেথা চাঁদ দোলে, যেন ঊষার কোলে রাঙা-রবি দোলে।[৪৫]

ঘ. "মদিনাতে এসেছে সই নবিন সওদাগর,
সে হীরা জহরতের চেয়ে অধিক মনোহর।"

কবি নিজেকে মহানবি (সা.)-এর প্রতি একেবারে পুরোপুরি সপে দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। কবি বলেন, "আমি প্রাণ দিয়েছি নজ্রানা, সই, দেখে তারে এক নজর।"[৪৬] বরেণ্য কবি রাসুল (সা.)-এর আবির্ভাবে অত্যন্ত খুশি হয়ে সেই ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কবিতার সুরে সুরে। নবি (সা.)-এর আগমন বর্ণনা করেছেন গানের ছন্দে ও তালে তালে। "ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়, আয়রে সাগর আকাশ বাতাস দেখবি যদি আয়। ধূলির ধরা বেহেশত আজ, জয় করিল দিল রে লাজ, আজকে খুশির ঢল নেমেছে ধূসর সাহারা।"[৪৭] 'খুশির ঢল নেমেছে' এর দ্বারা কবি মনের সর্বোচ্চ আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বিষয়টি

প্রতিটি মুসলিমের জন্য আনন্দ ও খুশি হিসেবে অভিহিত করে কবি বলেন, "এই দুনিয়ায় দিবা-রাত্রি, ঈদ হবে তোর নিত্য সাথী।" তিনি আরো বলেন,

ক. "সাহারাতে ফুটলরে রঙীন গুলে লালা
সেই ফুলেরই খোশবুতে আজ দুনিয়া মাতোয়ারা"[৪৮]

খ. "পুরাতন রবি উঠিল না আর সেদিন লজ্জা পেয়ে
নবিন রবির আলোকে সেদিন উঠিল বিশ্ব ছেয়ে।"

মুহাম্মদ নামের প্রশংসা

কবি নজরুল বিশ্বনবি (সা.)-এর নামকরণের ইতিহাস 'মরু-ভাস্কর' কবিতায় তুলে ধরেছেন। রাসুল (সা.)-এর নাম রেখেছেন তাঁর দাদা মক্কার কুরাইশ দলপতি আব্দুল মুত্তালিব। তিনি তা এভাবে বর্ণনা করেন, "কহিল মুত্তালিব বুকে চাপি' নিখিলের সম্পদ 'নয়নাভিরাম! এ শিশুর নাম রাখিনু 'মোহাম্মদ'।"[৪৯] কবি নজরুল কবিতায় রাসুল (সা.)-এর নাম মুবারকের প্রশংসায় মেতে উঠেছেন। এ যেন এক সত্য প্রেমিক, যে প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের সবকিছু নিয়েই বলতে চাই। প্রেমাস্পদের সবকিছুই নিয়েই যেন তার বলতে হবে, নতুবা প্রেমিক মনের পরিপূর্ণ তৃপ্তি হয় না। কবি বলেন,

"গুঞ্জরি ওঠে বিশ্ব-মধুপ- "আসিল মোহাম্মদ!"
অভিনব নাম শুনিল রে- ধরা সেদিন- "মোহাম্মদ!"
এতদিন পরে এল ধরার- "প্রশংসিত ও প্রেমাস্পদ!"[৫০]

কবি 'মুহাম্মদ' নামের প্রেমে পড়েছেন। এখন শুধু এই নাম স্তুতিই কবি হৃদয়ের প্রশান্তি। তিনি বলেন,

ক. "নাম মোহম্মদ বোল রে মন নাম আহমদ বোল
যে নাম নিয়ে চাঁদ-সেতারা আসমানে খায় দোল।"[৫১]

খ. "মোহাম্মদ নাম যত জপি, তত মধুর লাগে
নামে এত মধু থাকে, কে জানিত আগে।"[৫২]

গ. "বুকের বেদনা ঢাকা তব নাম, প্রাণের পরতে আঁকা তব নাম
ধ্যানে মোর জ্ঞানে মোর তুমি যে, প্রেম-ভক্তি মাখা তব নাম
প্রিয় নাম আহ্মদ জপি আমি অনির্বার।"[৫৩]

কবি যেন ঐ নামের প্রেমে পাগল হয়েছেন। এই নামের সুধা তিনি বিলিয়ে দিচ্ছেন অকাতরে। তিনি বলেন, "আমার মুহাম্মদের নামে ধেয়ান হৃদয়ে যার রয়। খোদার সাথে হয়েছে তার গোপন পরিচয়। যে খোস নসীব গিয়াছে ঐ নামের স্রোতে ভেসে। জেনেছে সে কোরআন হাদিস ফেকা এক নিমিষে। মোর নবীজীর বর-মালা করেছে যার হৃদয় আলো। বেহেশতের সে আশা রাখেনা, তার নাই দোজখের ভয়।" কবি তাঁর 'অনাগত'

কবিতায় বলেন, "মোহাম্মদ এ, সুন্দর এ, নিখিল- প্রশংসিত। ইহার কণ্ঠে আমার বাণী ও আদেশ হইবে গীত।"[৫৪]

কবির গানে তৎকালীন পৃথিবীর বর্ণনা

বিশ্বনবি মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনে ধন্য হয়েছিল মক্কা, মদিনা, আরব, এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্ব। মহান আল্লাহ কুরআনে বলেন, "নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি"।[৫৫] কবি বলেন, "ধন্য মক্কা, ধন্য আরব, ধন্য এশিয়া পুণ্য দেশ। তোমাতে আসিল প্রথম নবি গো, তোমাতে আসিল নবির শেষ।"[৫৬] কবির উক্ত লাইন দু'টির শেষের লাইনের কথা আমরা পবিত্র কুরআনের মাঝে খুঁজে পাই। আল্লাহ বলেন, "তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার কাছে দুঃখ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।"[৫৭] নবি (সা.) কে আল্লাহ পাক দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন সকল প্রকার ভেদাভেদ, হানাহানি-মারামারি ভুলে মানুষের মাঝে প্রেম-প্রীতি আর ভালোবাসা কায়েম করার জন্য। তিনি এই ধরায় এসে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের এক বর্বর যুগের মানুষদের তৈরি করলেন পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে সোনার মানুষ। কবি তাই সেই তরুণ নবির জয়গান গেয়ে বলেন,

"দেখিতে দেখিতে তরুণ নবির সাধনা-সেবায়, শত্রু মিত্র সকলে গলিল অজানা মায়ায়।

মোহাম্মদের প্রভাবে সকলে হইল রাজী, সত্যের নামে চলিবে না আর ফেরেব-বাজী !"[৫৮]

মক্কার অধিবাসীরা মহানবি (সা.) কে অসম্ভব রকমের সত্যবাদী বালক হিসেবে জানতো। তারা মনে করতো মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট যা রাখা হবে তাই আমানত এবং নিরাপদ। তিনি কখনো মিথ্যা বলেন না। তাই তারা তাঁর নাম দিয়েছিল "আল-আমিন" অর্থাৎ বিশ্বস্ত। কবি নজরুলও এ বিষয়টি এড়িয়ে যাননি। তিনি বলেন, "ক্রমে ক্রমে সব কোরেশ জানিল- মোহাম্মদ আমীন। করে না কো পূঁজা কা'বার ভূতেরে ভাবিয়া তাদেরে হীন।"[৫৯]

আল্লাহর আলোচনার সাথে রাসুল (সা.)-এর উল্লেখ

হযরত আবু সায়িদ খুদরি (রা.) হতে বর্ণিত হুজুর (সা.) বলেন,

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ تَدْرِي كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ قُلْتُ اللهُ أَعْلَمُ قَالَ إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي[৬০]

"আমার কাছে জিব্রাঈল আমিন (আ.) এসেছেন এবং বলেছেন, নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক বলেন, (হে হাবিব!) আপনি কি জানেন? আমি আপনার জিকির (স্মরণ) কে কিভাবে উচ্চ করেছি? আমি বললাম, আল্লাহ ই অধিক জানেন। তিনি ফরমালেন যখনই আমাকে স্মরণ করা হবে, তখন আমার স্মরণের সাথে আপনাকেও স্মরণ করা হবে।" কবি নজরুল তাঁর লেখার অনেক জায়গায় যেখানে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রশংসা করেছেন সেখানে নবি (সা.)-এর গুণগান গেয়েছেন। যেমনিভাবে কুরআনের অনেক আয়াতের মাঝে এটি লক্ষ্য করা যায় যে, আল্লাহর নামের সাথে তাঁর প্রিয় হাবিব (সা.)-এর নাম উল্লেখ আছে। যেমন,

ক. "বলুন, আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য প্রকাশ করো। বস্তুত যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না।"[৬১]

খ. "আর তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদের উপর রহমত করা হয়।"[৬২]

গ. "আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাঁদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবি, ছিদ্দিক, শহিদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম।"[৬৩]

কবি এই সমস্ত আয়াতের অনুকুলে কাব্যিক আকারে তাঁর ভাব প্রকাশ করেন।

ক. "খোদারে আমরা করি গো সেজদা, রুসূলে করি সালাম,
ওরাঁ ঊর্ধ্বের, পবিত্র হয়ে নিই তাঁহাদের নাম,[৬৪]

খ. রসুল নামের ফুল এনেছি রে (আয়) গাঁথবি মালা কে
এই মালা নিয়ে রাখবি বেঁধে আল্লা তালাকে।
অতি অল্প ইহার দাম, শুধু আল্লা রসুল নাম
এই মালা প'রে দুঃখ শোকের ভুলবি জ্বালাকে।"[৬৫]

গ. আল্লাহ রসূল বোল্ রে মন আল্লাহ রসূল বোল।
দিনে দিনে দিন গেল তোর দুনিয়াদারি ভোল॥
রোজ কেয়ামতের নিয়ামত এই আল্লাহ-রসূল বাণী
তোর দিল দরিয়ায় আল্লাহ-রসূল জপের লহর তোল ॥[৬৬]

ঘ. মোহাম্মদ মোস্তফা নামের (ও ভাই) গুণের রশি ধরি
খোদার রাহে সপে দেওয়া ডুববে না মোর তরী ॥
আল্লাকে যে পাইতে চায় হজরতকে ভালবেসে
আরশ কুরসি লওহ কালাম, না চাহিতেই পেয়েছে সে।
রসূল নামের রশি ধ'রে যেতে হবে খোদার ঘরে,[৬৭]

ঙ. বক্ষে আমার কা'বার ছবি চক্ষে মোহাম্মদ রসুল।[৬৮]

চ. "ভোর হোল ওঠ্ জাগ্ মুসাফির আল্লা-রসুল বোল্
গাফলিয়াতি ভোল্ রে অলস্ আয়েশ আরাম্ ভোল।"[৬৯]

ছ. "আল্লা নামের নায়ে চ'ড়ে যাব মদিনায়
মোহাম্মদের নাম হ'বে মোর (ও ভাই) নদী-পথে পুবান বায়।"[৭০]

কামলিওয়ালার প্রেমে বিভোর কবি

আশেকের পূর্ণতা তো মাশুকের মিলনেই। রাসুল প্রেমিক কবি আরো সহজ করে বলেন, "তর্ক করে দুঃখ ছাড়া কী পেয়েছিস অবিশ্বাসী, কী পাওয়া যায় দেখনা বারেক হযরতে মোর ভালবাসী।" এখানে 'অবিশ্বাসী' বলতে কাফের, মুশরিক, বিধর্মী, ধর্মহীনদের বুঝানো হয় নি। বরং ভালোবাসি শব্দটি দ্বারা এক শ্রেণির মুনাফিকদের বুঝানো হয়েছে। কবি তাঁকে মহান আল্লাহ প্রেমের মাধ্যম বলেও উল্লেখ করেছেন। কবি বলেন, "সে ফুল যে দেখেছে সেই হয়েছে বেহেশতি বুলবুল। আল্লা নামের দরিয়াতে ভাই উঠলো প্রেমের ঢেউ।"[৭১] কবি বিশ্বনবি (সা.) কে কতো ভালোবেসেছেন, তাঁর কবিতার ছন্দের আক্ষরিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়। "আহমদের ঐ মিমের পর্দা উঠিয়ে দেখ মন। আহাদ সেথায় বিরাজ করে হেরে গুণীজন। যে চিনতে পারে রয়না ঘরে, হয় সে উদাসী। রুহানী আয়নাতে দেখরে সে নুরী রওশন।"

শাফায়াত ও কাউসারের অধিকারী

হাশরের মাঠে আল্লাহ প্রদত্ত রাসুল (সা.)-এর শাফায়াতকেও তার গানে উল্লেখ করেছেন। যেমন,

"শাফায়াতের সাত রাজার ধন, কে নিবি আয়, ত্বরা কর।
কিয়ামতের বাজারে ভাই মুনাফা যে চাও বহুৎ,
এই বেপারীর হও খরিদ্দার লওরে ইহার শীল মোহর।"

কবি বিশ্বনবির কাউসারের অধিকারী হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে বিচার দিবসে তাঁর মহিমার কথা ব্যক্ত করেছেন। কবি বলেন, "কেয়ামতে যার হাতে কওসার পিয়ালা। পাপে মগ্ন ধরা যাহার ফজিলতে ভাসিল সুমধুর তৌহিদ স্রোত। মহিমা যাহার জানেন এক আল্লাহ তালা।"

রাসুল (সা.)-এর প্রতি কবির আকুতি

কবি তার কবিতায় নবি (সা.) কে কখনো তার নয়ন-মণি, কখনো গলার মালা, আবার কখনো চোখের অশ্রুর সাথে তুলনা করে কবি মনের আকুল কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করেছেন। কবি মনে করেন যে, নবি (সা.)ই তার সবকিছু। এমনকি কবি মানবজাতির বহুল আকাঙ্ক্ষিত বেহেশতের আশাও ছেড়ে দিয়েছেন যদি পান সেই মহান প্রেমাস্পদ নবি (সা.) কে। যেমন কবির ভাষায়,

"মোহাম্মদ মোর নয়ন-মণি মোহাম্মদ নাম জপমালা।
মোহাম্মদ নাম শিরে ধরি, মোহাম্মদ নাম গলায় পরি,
মোহাম্মদ মোর অশ্রু-চোখের ব্যথার সাথি শান্তি শোকের,
চাইনে বেহেশত্ যদি ও নাম জপ্তে সদা পাই নিরালা॥[৭২]

হযরত মুহাম্মদ (সা.) চাচার সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গেলে পথিমধ্যে বোহায়রা পাদ্রী রাসুল (সা.) কে শেষ নবি হিসেবে চিনতে পারেন।[৭৩] সে সম্পর্কে কবি বলেছেন, "কিশোর নবির দস্ত চুমি' 'বোহায়রা' কয় এই তো সেই। শেষের নবি-বিশ্ব নিখিল ঘুরছে যাহাঁর উদ্দেশেই।"[৭৪]

একত্মবাদের দিশারী

কবি তাঁর জীবনে একত্মবাদের দিশারী হিসেবেও নবি (সা.) কে একমাত্র কাণ্ডারী বলে স্বীকার করেছেন। আমরা তাঁর কবিতায় ও গানে এই বিষয়টির স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাই। যেমন, "তৌহিদেরি মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম।"[৭৫] কবি প্রিয় নবি (সা.) কে পরম সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমত ও দয়া প্রাপ্তির মাধ্যমও মনে করেছেন। কবি বলেন, "খোদার রহম চাহ যদি নবিজীরে ধর।"[৭৬]

পথ-প্রদর্শক কাণ্ডারী

কবি মনে করেন মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া অন্য কেউ বেহেশতের সঠিক পথ দেখাতে পারবে না। একমাত্র সহজ-সরল ও সত্যের পথ মানবজাতিকে দেখানোর জন্যই তিনি পরম সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে এ ধরাধামে আগমন করেছেন। তিনি বলেন, "ইয়া মোহাম্মদ, বেহেশত হতে খোদায় পাওয়ার পথ দেখাও।"[৭৭]

পৃথিবীতে মহান আল্লাহর ঘর বলতে মক্কা নগরীর পবিত্র কাবা শরিফকে বুঝানো হয়ে থাকে। আর হজ্জ ও হজ্জের মৌসুম ছাড়া বছরের অন্যান্য সময়েও সমগ্র পৃথিবী থেকে দলে দলে মুসলিমগণ এই ঘর তাওয়াফসহ পবিত্র জায়গাটি কেন্দ্র করে পূণ্য হাসিলের নিমিত্তে ছুটে আসে। জীবনের একটি পরম আকাঙ্ক্ষা থাকে কাবার পথে যাওয়ার। কবির মনেও ছিল এইরকম এক সুপ্ত বাসনা। আর তিনি প্রিয় নবি (সা.)-এর কাছেই প্রকাশ করলেন তাঁর এই গহীন ইচ্ছা। তিনি বলেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ! মোরে রাহ্ দেখাও সেই কাবার।"[৭৮] আল্লাহর নৈকট্য পেতে হলে রাসুল (সা.)-এর দেখানো পথ ও মত ধরতেই হবে। এছাড়া অন্য কোন পথ ও মত নেই। কবি বলেন,

> "আল্লাহকে যে পাইতে চায় হযরতকে ভালবেসে
> আরশ কুরসী লওহ কালাম না চাহিতেই পেয়েছে সে।
> রসূল নামের রশি ধরে যেতে হবে খোদার ঘরে।"[৭৯]

শ্রেষ্ঠ নবির জয়গান

কবি সমগ্র সৃষ্টিজগতে প্রিয়তম নবি (সা.) কে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। তিনি মনে করেন তাঁর মতো বিশ্বে দ্বিতীয় মর্যাদাবান ব্যক্তিত্বের অধিকারী আর কেউ নেই। তিনি বলেন, আকাশে সবগুলি তারার মাঝে সূর্য যেমন, সমস্ত নবির মাঝে আমার নবি তেমন। কবির কাব্যিক ভাষায়,

ক. "নবির মাঝে রবির সম আমার মোহাম্মদ রসুল,

খোদার হাবিব দীনের নকিব বিশ্বে নাই যার সমতুল।"[৮০]

খ. "উম্মত আমি গুনাহগার, তবু ভয় নাহিরে আমার
আহমদ আমার নবি, যিনি খোদ হাবীব খোদার।"

গ. "বাদশারও বাদশাহ্ নবিদের রাজা তিনি।"[৮১]

ঘ. আল্লা নামের খনিতে ভাই উঠেছে এক মণি
কোটি কোহিনূর ম্লান হয়ে যায় হেরি' তার রোশ্নি।[৮২]

বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত

যুগে যুগে মানবতার কল্যাণ সাধনে, সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি ছড়িয়ে দিতে যারা অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী, উল্লেখযোগ্য এবং উৎকৃষ্ট নামটি হলো মুহাম্মদ রাসুল (সা.)। তাকে নিয়ে অগণিত কবি সাহিত্যিক ও মনীষীগণ লিখেছেন অসংখ্য প্রশংসনীয় রচনা। আর আমাদের জাতীয় কবি তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি বলেন,

ক. "মানুষে মানুষের অধিকার দিল যে-জন, 'এক আল্লাহ ছাড়া প্রভু নাই' কহিল যে-জন,
বাদশা ফকিরে এক শামিল করিল যে-জন
এলো ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবি, ব্যথিত-মানবের ধ্যানের ছবি।"[৮৩]

খ. "আল্লাহর এই শেষ রসূল, পাপের ধরায় পূণ্যফুল
দীন-দুনিয়ার সর্দার এই, ইহার আদি অন্ত নাই।"[৮৪]

কবি তাঁকে পাপে ভরা এই পৃথিবীর পূণ্যফুল সম্বোধন করেছেন। কবি মনে করেন বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ দুর্দশা কিছুই থাকবে না যদি আবার প্রিয় নবিজী (সা.) এই ধরার নেতৃত্ব ধরেন। তাই কবি আকুল মিনতি করে এই আঁধার দূর করতে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছেন। কবি তাঁর লিখনিতে বলেন, "আমিনা দুলাল এসো মদিনায় ফিরিয়া আবার, ডাকে ভূবনবাসী। হে মদিনার চাঁদ! জ্যোতিতে তোমার, আঁধার ধরার মুখে ফোটাও হাসি।"[৮৫]

নবি বিরহে কবির শোক প্রকাশ

কবি নজরুল প্রিয় নবির বিরহের শোক তাঁর গানের বিভিন্ন জায়গায় ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন,

ক. "বহে শোকের পাথার আজি সাহারায়, নবিজী নাই-উঠ্ল মাতম মদিনায়।
আঁখি-প্রদীপ এই ধরনীর গেল নিভে ঘির্ল তিমির,
দীনের রবি মোদের নবি চায় বিদায়।"[৮৬]

খ. "ঐ মদিনার ধূলি মেখে, কাঁদবো ইয়া মোহাম্মদ ডেকে ডেকে রে
কেঁদেছিল কারবালাতে, (ওরে) যেমন বিবি সাকিনা ।"[৮৭]

গ. "মরুর দেশে এলো আঁধার শোকের বাদল ঘিরে
চবুতরায় বিলাপ করে কবুতরগুলি খোঁজে নবিজীরে
কাঁদিছে মেষশাবক, কাঁদে বনের বুলবুলি গোরস্থানে ঘিরে।"[৮৮]

একবার এক প্রসঙ্গে ইব্রাহিম খাঁর সাথে আলোচনায় কাজী নজরুল ইসলাম বলেন, "আমার শ্রেষ্ঠতম গুরু যিনি, সেই হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর কথা মনে করুন। তিনি মেরাজে গেলেন কিন্তু ধরার ধুলোকে ভুললেন না, ফিরে এলেন। কত গওস, কুতুব, ঋষি, পয়গম্বর সে মহান সুন্দরের পরম আকর্ষণে নিজেকে সম্পূর্ণ বিকিয়ে বিলিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আমার রাসুল (সা.) সে আকর্ষণের চুম্বক খণ্ডকে বুকের তলে পুষে নিয়ে ফিরে এসেছেন তাঁর সঙ্গে আর সবাইকে সেই সুন্দরের পথে ডেকে নিয়ে যেতে। আমিও তাই করতে চাই।"

মদিনার প্রতি ভালোবাসা

কবি নবির প্রেমের সুধা পান করে যেন তাঁর শহর মদিনার ইশকেও মজে গিয়েছেন, যার প্রমাণ কবির বিভিন্ন লেখনিতে খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন,

ক. "আমি যদি আরব হ'তাম- মদিনারই পথ, এই পথে মোর চ'লে যেতেন নূর নবি হযরত।"[৮৯]

খ. "সেই মদিনা দেখবি রে চল, মিট্‌বে রে তোর প্রাণের হসরত;
সেথা নবিজীর ঐ রওজাতে তোর আরজি করবি পেশ।"[৯০]

গ. "মদিনায় যাবি কে আয় আয়
উড়াল নিশাণ দিনের বিষাণ বাজিল, যাহার দরওয়াজায়।
যার পথের ধূলির মাঝে, নবিজীর চরণের ছোঁয়া রাজে।"[৯১]

ঘ. "আমি বাণিজ্যেতে যাব এবার মদিনা শহর, এদেশে হায় গোনাহগারি ছিলাম জীবন ভর।"[৯২]

ঙ. "কাঁদে প্রাণ ছুটে যেতে তব মদিনায়, মরণের এই জিঞ্জির খুলে' দাও।"[৯৩]

মদিনার মর্যাদা সম্পর্কে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেমন, হযরত জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত "রাসুল (সা.) বলেছেন, মদিনা হলো হাঁপরের মতো, এটি তার যাবতীয় অকল্যাণ দূর করে দেয় এবং তার কল্যাণ কে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে।"[৯৪]

নবুয়্যত ও শাফায়াতের জয়গান

কবি দয়াল নবি (সা.)-এর নবুয়ত ও হাশরের কঠিন মরু ময়দানে উম্মতের জন্য তাঁর শাফায়াতের বিষয়টিও নিজের লেখনিতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি বলেন,

ক. "মদিনার শাহানশাহ্ কোহ-ই-তূর-বিহারী, মোহাম্মদ মোস্তফা নবুয়তধারী।" একই গজলের শেষের অংশে কবি বলেন, কেয়ামতে উম্মত শাফায়াত-কারী।"[৯৫]

খ. "প্রিয় মুহরে-নবুয়ত-ধারী হে হজরত, (প্রিয়) তারিতে উম্মত এলে ধরায়
মোহাম্মদ মোস্তফা, আহমদ মোরতজা, নাম জপিতে নয়নে আঁসু ঝরায়।"[৯৬]

শাফায়াত সম্পর্কে রাসুল (সা.)-এর অনেক হাদিস এসেছে। "হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, নবিজী (সা.) বলেন, আমার উম্মতের কবিরা গুনাহকারীদের জন্য আমার শাফায়াত রয়েছে।"[৯৭]

প্রেমময় আকুল আবেদন

রাসুল প্রেমে বিভোর হয়ে কবি তার গানে প্রেমাস্পদকে মনে প্রাণে চেয়েছেন। আবেদন করেছেন যেন তার সুখে দুঃখে সবসময় নয়নে নয়নে এসে উপস্থিত হোন। যেমন কবি বলেন, "হে মোহাম্মদ এসো এসো আমার প্রাণে আমার মনে, এসো সুখে এসো দুখে আমার বুকে মোর নয়নে।"[৯৮] কবি তাঁর প্রেমে বিভোর হয়ে তাঁর চরণের ধূলির প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করে লিখতেও ভুলেননি। কবি বলেন, "যে দেশের ধূলিতে আছে নবিজীর চরণ-ধূলি। সে ধূলি করিব সুর্মা, চুমিব নয়নে তুলি।"[৯৯]

নবিকুলে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি

প্রেমাস্পদের গুণগান গাইতে কবি একেবারেই কৃপণতা করেন নি। তিনি রাসুল (সা.) কে সমস্ত নবিদের সরদার উল্লেখ করে তার স্তুতি গেয়েছেন। যেমন কবি বলেন, "লহ সালাম লহ, দ্বীনের বাদশাহ, জয় আখেরি নবি, পীড়িত জনগণে মুক্তি দিতে এলে হে নবিকুলের রবি।"[১০০]

নবি প্রেমে আবেগ আপ্লুত কবি

কবি শুধু রাসুল প্রেমে গান গেয়েই ক্ষান্ত হননি। বরং তিনি প্রকাশ করেছেন যে, এ প্রেম তাকে কাঁদায়। এ প্রেমের বিরহে সে লায়লী-মজনুর মতো সবসময় দিওয়ানা থাকে। যেমন তিনি বলেন, "যে রসুল বলতে নয়ন ঝরে সেই রসুলের প্রেমিক আমি, চাহে আমার হৃদয়ে-লায়লী সে মজনুরে দিবস-যামী।"[১০১]

রাসুল (সা.)-এর সৌন্দর্যের বর্ণনা

কবি তাঁর রাসূলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিলেন। তিনি সেটি তার কাব্যে বর্ণনা করেছেন। "হায় জুলেখা মজ্‌ল ঐ ইউসুফেরই রূপ দেখে, দেখ্‌লে মোদের নবির সুরত্ যোগীন হত ভসম মেখে।"[১০২] তিনি বলেন, "সে কাঁদিলে মুক্তা ঝরে হাস্‌লে ঝরে মানিক, ঈদের চাঁদে লেগে আছে সেই খুশির খানিক।"[১০৩] আরেকটি গানে বলেন, "কোটি কোহিনূর ম্লান হয়ে যায় হেরি তার রোশ্‌নি, সেই মণির রঙে উঠল রেঙে ঈদের চাঁদের দুল। তারে কেউ বলে মোস্তফা নবি, কেউ বলে রসুল।"[১০৪]

নবি পরিবারের বন্দনা

প্রেমিকের কাছে প্রেমাস্পদের সবকিছুই যেন ভালো লাগে। প্রেমাস্পদের চলা-বলা, কথা-কাজ, পরিবার-পরিজন সবকিছুর বন্দনা করতে পারলেই হৃদয়ে প্রশান্তি পাওয়া যায়। কবি বলেন, "আল্লার প্রিয় সখা, দুলাল মা আমেনার। খোদিজার স্বামী, প্রিয়তম আয়েশার। আস্‌হাবের হাম্‌দম্, ওয়ালেদ ফাতেমার। বেলালের আজান, খালেদের তলোয়ার। কেয়ামতে উম্মত শাফায়াত-কারী।"[১০৫]

ফলাফল

আলোচ্য প্রবন্ধে গবেষণার মাধ্যমে যে বিষয়গুলো বের হয়ে আসলো সেগুলো হচ্ছে,

ক. কবির পুরো জীবনের সমস্ত লেখনির একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল নবি বন্দনা।

খ. তিনি গানে গানে প্রিয় নবি (সা.)-এর জীবনচরিতের চুম্বকাংশ তুলে ধরেছেন।

গ. কুরআনে নবি (সা.)-এর প্রসংগে বর্ণিত আয়াতের ভাবার্থ কবির অনেক গানের বিষয়বস্তু।

ঘ. কবিতায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার।

ঙ. মদিনা, নবি পরিবার, বংশ, মর্যাদা, পবিত্র দেহ, আরবদেশ ও শাফায়াত বিষয়ে প্রেমময় বর্ণনা।

চ. নিজেকে ছোট করে নবি (সা.)-এর কাছে নানাভাবে কবির আকুতি-মিনতি প্রকাশ।

উপসংহার

আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব যাকে নিয়ে তাঁর সময় থেকেই বিভিন্ন দেশের কবি-সাহিত্যিকগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অসংখ্য কাসিদা, কবিতা, প্রবন্ধ, কাব্য ও জীবন চরিত রচনা করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোনো ব্যক্তিকে নিয়ে এমন বিশদ আলোচনা ও সাহিত্য সম্ভার সৃষ্টি হয়নি। তাঁর প্রশংসায় যারা কাসিদা রচনা করেছেন তারা নিজেরাও অমর হয়ে আছেন যুগ যুগ ধরে। নবি প্রেমের এ মাহফিলে বাঙালি কবি কাজী নজরুল ইসলাম যে গান গেয়েছেন তা স্মরণ করে বাঙ্গালি মুসলিমগণের হৃদয় আনন্দে ভরে উঠে। আমাদের জাতীয় কবি আদর্শ ও প্রেমাস্পদ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে চির বিদ্রোহী এক মহানায়ক রাসুল (সা.) কে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ রাসূল (সা.)-এর প্রশংসা সংবলিত সুদীর্ঘ কবিতা হলো ক্বাসিদাতুল বুরদাহ। এর পূর্ণ নাম *আল কাওয়াকিবুদ দারিয়্যাহ ফি মাদহি খায়রুল বারিয়্যাহ (সা.)*। দ্র. শায়খ ইব্রাহিম আল বাজুরী (রহ.), *শারহু বুরদা আল বাজুরী* (কায়রো : মাকতাবাতুস সাফা, তা.বি.), পৃ. ৪

২ অধ্যাপক ড. মাহবুবুল আলম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকা : খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, প্রকাশ সেপ্টে. ২০২১, বিংশ সংস্করণ), পৃ. ৬১১-৬১২

৩ আল কুরআন, ৯৪ : ০৪

৪ আল কুরআন, ৩৩ : ০৬

৫ আল কুরআন, ০৯ : ২৪

৬ ইমাম বুখারী, *সহীহ* (বৈরুত : আল মাকতাব আল ইলমিয়্যাহ, ২০০৪ খ্রি.), বাব আল-ইমান, হাদিস ১৫, খ. ১, পৃ. ৪৫; ইমাম নাসায়ী, *সুনান* (বৈরুত : আল মাকতাব আল ইলমিয়্যাহ, ২০০৭ খ্রি.), বাব আল-ইমান, হাদিস ৫০২৯, খ.

৪, পৃ. ৩২২; ইবনে মাযাহ, *সুনান* (বৈরুত : আল মাকতাব আল ইলমিয়্যাহ, ২০০৭ খ্রি.), বাব আল-মুকাদ্দামাহ, হাদিস ৬৭, খ. ১, পৃ. ৩১

৭ ইমাম তিরমিযী, *সুনান* (বৈরুত : আল মাকতাব আল ইলমিয়্যাহ, ২০০৭ খ্রি.), অধ্যায় : মানাকিবি আহল আল বায়তুন্নবী (সা.), হাদিস নং ৩৭৮৯, খ. ৬, পৃ. ২৫৭

৮ আব্বাস আল জারারী, *আল আদাব আল মাগরিবী মিন খিলালী জাওয়াহিরিহী ওয়া কাদায়াহু* (মরক্কো : দারুল বায়দা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ১৪২

৯ *সীরাত বিশ্বকোষ* (ঢাকা : ইফা প্রকাশন, প্রফেসর ড. মো. আবু বকর সিদ্দীক, ড. আব্দু জলীল প্রমূখ সম্পাদনা পরিষদ, সেপ্টে. ২০২২ খি.), খ. ১৫, পৃ. ৫৭২

১০ ইমাম যাহাবী, *সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ২০১২ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ১৩৪

১১ ইবনু মাজাহ, *আস সুনান* (বৈরুত : দারুল কিতাব আল ইলমিয়্যাহ, ২০১৫ খ্রি.), কিতাবুল নিকাহ, বাবুল গিনা ওয়াদ দফ, হাদিস নং ১৮৯৯ খ. ১, পৃ. ৬২২; নাসাঈ, *সুনান* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ২০১৫ খ্রি.), আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইল, হাদিস নং ২২৯, খ. ১, পৃ. ১৯০

১২ হাস্‌সান ইব্‌ন সাবিত, *দিওয়ানে হাস্‌সান ইবন সাবিত* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ২১

১৩ ইবনু হাজার আসকালানি, *আল ইসাবা ফি তামযিয়ুস সাহাবী* (*বৈরুত :* দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, ২০১৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৬৫১; ইমাম ইবনু আসীর, *মাআরিফাতিস সাহাবা* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ২০০৮ খ্রি.), হাদিস ৪৬৩৪, পৃ. ২৪৭

১৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ আল-মুনালা, *কাসায়িদ লিকুতুবিল জিলানী ওয়া ইমদাহু কিয়লাত ফিহি আল সাফিনাতুল কাদিরীয়্যাহ* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১২২

১৫ ইবনু হিব্বান, *আস সিকাত* (কায়রো : মাকতাবাতুল হাদিস, ২০১৪ খি.), খ. ১, পৃ. ১৩১; আস কালানী, *ফাতহুল বারী* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ২০১৫ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ১২৯; আল্লামা আইনি, *উমদাতুল ক্বারী* (কায়রো : মাকতাব আল হাদিস, ২০১৪ খ্রি.), খ. ১৭, পৃ. ৬০

১৬ ইমাম আল বুসাইরি (রহ.), মাও. মু. ফজলুল্লাহ (রহ.) অনূদিত *কাসীদা বুরদা* (ঢাকা: ইফাবা, প্রকাশ জানু. ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ২২

১৭ শেখ হাবিবুর রহামান সাহিত্যরত্ন, *মহাকবি শেখ সাদীর গুলিস্তার বঙ্গানুবাদ* (কলিকাতা, ১৫ নং কলেজ স্কয়ার : দি গ্রেট ইস্টার্ন লাইব্রেরি, ১৯৩৩ খ্রি.), পৃ. ৫-৬; *সীরাত বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫০-৫৫১

১৮ ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ভাষান্তর মাও. মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন *কাসীদা-ই-নুমান* (ঢাকা : সানজরী পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ২৮ অগাস্ট ২০১০), পৃ. ৯২

১৯ *সীরাত বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৫, পৃ. ৫৯৫

২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৬

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৭

২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৬

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৭

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৭-৬১০

২৫ আবদুল মুকীত চৌধুরী, *নজরুল ইসলাম : ইসলামী কবিতা*, কাব্যগ্রন্থ- জাগরণ, কবিতা- ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্ (আবির্ভাব), ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশ- মে ১৯৮২, পৃ. ৬৩, "ফাতেহ-ই-দোয়াজ-দহম আবির্ভাব" যা হযরত (সা.)-এর উপর লেখা কবি নজরুলের প্রথম নাম-কবিতা। বাংলা ১৩২৭ ও ১৩২৮ এর অগ্রহায়ণে যথাক্রমে এই

কবিতাটির আবির্ভাব ও তিরোভাব অংশ "মোসলেম ভারতে" প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে "*জাগরণ*" কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২৬ কবি নজরুল ইসলাম, রশিদুন নবী কর্তৃক সম্পাদিত *নজরুল-সঙ্গীত সংগ্রহ* (ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৪০৪

২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৪

২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮

২৯ আবদুল মুকীত চৌধুরী, কবিতা- ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্ (তিরোভাব), কাব্যগ্রন্থ- জাগরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৩০ আল কুরআন, ৯৪ ঃ ১৪

৩১ মনোয়ারা হোসেন, *নজরুলের কাব্য আমপারা* (ঢাকা : নজরুল ইনস্টিটিউট, প্রকাশ- ফেব্রু. ২০০১), পৃ. ৫৩

৩২ আল কুরআন, ৯৩ : ০৫

৩৩ মনোয়ারা হোসেন, *নজরুলের কাব্য আমপারা*, সূরা দ্বোহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৩৪ আবদুল মুকীত চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

৩৫ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শানে রচিত কবিতা বা পদ।

৩৬ আবদুল মুকীত চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

৩৭ ড. সৌমিত্র শেখর, *বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা* (ঢাকা : অগ্নি পাবলিকেশন্স, ১ম সংস্করণ ১৪ এপ্রিল ২০০৪), পৃ. ৩৭১

৩৮ আবদুল মুকীত চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

৩৯ আবদুল মুকীত চৌধুরী, কবিতা- সর্ব্বহারা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮

৪০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

৪১ প্রাগুক্ত, *কাব্যগ্রন্থ- মরুভাস্কর*, কবিতা- অবতরণিকা, পৃ. ২০৯ ও ২০১১

৪২ প্রাগুক্ত, *কাব্যগ্রন্থ- চিরঞ্জীব*, কবিতা- উমর ফারুক, পৃ. ২৯৬

৪৩ কবি নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সঙ্গীত সংগ্রহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ০৭

৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৭

৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৪৯ আবদুল মুকীত চৌধুরী, *কাব্যগ্রন্থ- মরু-ভাস্কর*, কবিতা- দাদা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

৫০ কবি নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সঙ্গীত সংগ্রহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪

৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

৫২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩

৫৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৪৯

৫৪ আবদুল মুকীত চৌধুরী, *কাব্যগ্রন্থ- মরু-ভাস্কর*, কবিতা- অনাগত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

৫৫ আল কুরআন, ২১ : ১০৭

৫৬ আবদুল মুকীত চৌধুরী, কবিতা- অনাগত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

৫৭ আল কুরআন, ০৯ : ১২৮

৫৮ আবদুল মুকীত চৌধুরী, কবিতা- সত্যাগ্রহী মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

৫৯ আবদুল মুকীত চৌধুরী, কবিতা- সাম্যবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯
৬০ যুরকানী আলাল মাওয়াহিব, *দূররে মনসূর* (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ২০১২ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ৩৬৪
৬১ আল কুরআন, ০৩ : ৩২
৬২ আল কুরআন, ০৩ : ১৩২
৬৩ আল কুরআন, ০৪ : ৬৯
৬৪ আবদুল মুকীত চৌধুরী, *কাব্যগ্রন্থ- চিরঞ্জীব*, কবিতা- উমর ফারুক, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯
৬৫ কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সঙ্গীত সংগ্রহ*, রশিদুন নবী সম্পাদিত (ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২১৮
৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭
৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০
৬৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯
৬৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮
৭০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯
৭১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯
৭২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯
৭৩ *সিরাত বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ২৭১
৭৪ কাজী নজরুল ইসলাম, *মরু-ভাস্কর* (ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ, ৬১
৭৫ সিরাত বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮
৭৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭
৭৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০
৭৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯
৭৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭
৮০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮
৮১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৭
৮২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯
৮৩ প্রাগুক্ত, পৃ.০৭
৮৪ কবি নজরুল ইসলাম, *মরুভাস্কর*, *কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র* (পশ্চিমবঙ্গ : বাংলা আকাদেমি, ২০০৪ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৮৬
৮৫ কবি নজরুল ইসলাম, *নজরুল-সঙ্গীত সংগ্রহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯
৮৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮
৮৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
৮৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২
৮৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫
৯০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪
৯১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৩
৯২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮

৯৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩
৯৪ ইমাম বুখারী, *সহীহ* (ঢাকা : ইফাবা প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৯১ খ্রি.), হাদিস নং ১৭৬২, খ. ৩, পৃ. ২৩৫
৯৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫
৯৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯
৯৭ মুহাম্মদ ইবন ঈসা তিরমিযী, *সুনান* (ঢাকা : ইফাবা প্রকাশনী, জুন ২০০২ খ্রি.), হাদিস ২৪৩৮, খ. ৪, পৃ. ৬৭৫
৯৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩১
৯৯ *নজরুল রচনাবলী* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, প্রকাশ ২৫মে ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৩০২
১০০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৮
১০১ *নজরুল-সঙ্গীত সংগ্রহ* (ঢাকা : নজরুল ইনস্টিটিউট, ফেব্রু. ২০১২), গান সংখ্যা ১৭১৯, পৃ. ৫১২
১০২ *নজরুল রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১
১০৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০
১০৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯
১০৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫